দক্ষ জনবল গড়তে প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা

অধ্যক্ষ ফোরকান আলী

আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই চলে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। খুঁড়িয়ে চলছে দেশের কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা। ফলে দেশে দক্ষ জনবল সৃষ্টি হচ্ছে না। পর্যাপ্ত লোকবল, অর্থ বরাদ্দ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবের পাশাপাশি রয়েছে নানা সমস্যা। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়ানোসহ জীবনমানের উন্নয়ন এবং পদোন্নতির কোনো ব্যবস্থা নেই। মূলত দরিদ্র পরিবারের সন্তানরাই শিক্ষার্থী হলেও তাদের জন্য দেয়া সরকারি মেধাবৃত্তি খুবই অপ্রতুল। উপরন্তু কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বিভিন্ন ধরনের ফি দফায় দফায় বাড়িয়েই চলেছে। এসব কারণে নতুন শতকে, তথ্যপ্রযুক্তির প্রতিযোগিতার যুগে আমাদের দেশের কারিগরি শিক্ষায় লাগেনি আধুনিকতার ছোঁয়া। এখনো তা মান্ধাতা আমলেরই রয়ে গেছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে ব্যাপক চাহিদা থাকার পরও আমাদের সেকেলে কারিগরি শিক্ষা আদৌ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করতে পারছে না।

পুরোপুরি কর্মমুখী হলেও 'কারিগরি শিক্ষা' রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের কাছে পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে আলাদা কোনো গুরুত্ব পায় না। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের মতে, 'কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করেছে। মিড লেভেলের কারিগরি জনশক্তি যে দেশের কর্মক্ষেত্রে যতো বেশি নিয়োজিত, সে দেশ ততো বেশি উন্নতি করতে পেরেছে।' একটি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন উন্নত দেশ এবং সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ প্রায় সব দেশে কারিগরিভাবে দক্ষ মিড লেভেলের জনশক্তির পরিমাণ মোট শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর শতকরা ১৭ থেকে ৫৮ ভাগের মধ্যে। আর এসব দেশে জনপ্রতি বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় প্রায় ১২ হাজার থেকে ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। অথচ বাংলাদেশে তা শুধু ২ থেকে ৩ ভাগ এবং মাথাপিছু গড় আয় মাত্র ৪৮০ মার্কিন ডলার।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সূত্র মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে রাজস্বভুক্ত মাত্র ২০টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং তিনটি মনোটেকনিক ইন্সটিটিউট চালু রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া বিগত সরকারের আমলে ১৮টি নতুন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন এবং পুরনো ২০টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে মধ্যম স্তরের কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য তিনটি বিভাগীয় সদরে তিনটি মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে শতাধিক বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট সরকারের অনুমতি নিয়ে অপরিকল্পিতভাবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারি-বেসরকারি মিলে প্রতি সেশনে বর্তমানে ১২ হাজার শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হতে পারে। তবে সরকারি হিসাব মতে এ সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়।

২০২০ সালের মধ্যে দেশে মিড লেভেল প্রকৌশলীর সংখ্যা যদি ২০ ভাগে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়, তাহলেও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সংখ্যা কমপক্ষে আরো চারগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৫৪ সালে কমার্স, লেবার ও ইন্ডাস্ট্রিজ (সিএলআই) মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর সৃষ্টি করে এ শিক্ষা পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়। যা আজ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে রূপান্তরিত। ১৯৮৩ সালে এ শিক্ষাকে কারিগরি ক্যাডারভুক্ত করা হয়। পলিটেকনিক শিক্ষার শুরু থেকেই শিক্ষকদের জন্য আনুপাতিক হারে উচ্চতর পদ সৃষ্টি না হওয়ায় পদোন্নতির সুযোগ ছিল না। ১৯৮৩ সালে ক্যাডারভুক্ত হওয়ার পরও পলিটেকনিক শিক্ষকদের চাকরি কাঠামোর পরিবর্তন হয়নি। পলিটেকনিক শিক্ষকরা বলছেন, বর্তমানের প্রচলিত কাঠামো দেশের চলমান সাধারণ শিক্ষা কাঠামোর সঙ্গেও অসঙ্গতিপূর্ণ। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের একজন শিক্ষক যে পদে যোগদান করেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাকে সে পদ থেকেই অবসর নিতে হয়। শিক্ষকরা বর্তমানের জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর-ইন্সট্রাক্টর-চিফ ইন্সট্রাক্টরের পরিবর্তে জুনিয়র লেকচারার-লেকচারার-অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর-অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং প্রফেসর ধরনের পদ কাঠামো প্রবর্তনের জোর দাবি জানিয়ে আসছেন। দেখা গেছে, দেশের ৩৮টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মধ্যে ৩১টিতেই অধ্যক্ষের পদ শূন্য। ৩৫টিতে উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য। বিভাগীয় প্রধানসহ অন্যান্য শিক্ষক পদের প্রায় ৪০ ভাগ পদ শূন্য।

পাঁচ বছর আগে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সকে আপগ্রেড করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে চার বছর করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত জাতীয় কমিটি ১৭৬টি অতিরিক্ত শিক্ষক পদ সৃষ্টির সুপারিশ করলেও গত পাঁচ বছরে তা বাস্তবায়িত হয়নি। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, চিফ ইন্সট্রাক্টরের পদসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকায় এসব প্রতিষ্ঠান প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। চরম শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষার্থীরাও সুষ্ঠু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনেও ব্যর্থ হচ্ছে। দেশে পর্যাপ্ত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারও তৈরি হচ্ছে না। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব যথাক্রমে ৪০ ও ৬০ ভাগ। ফলে ব্যবহারিক ক্লাস বা হাতে-কলমে শিক্ষার গুরুত্বই বেশি। অথচ প্রতিটি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ল্যাবে বা ওয়ার্কশপে যন্ত্রপাতির সঙ্কট তীব্র। ক্লাস বা হাতে-কলমে শিক্ষার গুরুত্বই বেশি। অথচ প্রতিটি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ল্যাব বা ওয়ার্কশপে যন্ত্রপাতির সঙ্কট তীব্র।

পরিসংখ্যানে জানা যায়, ১৯৫৪-৫৫ সালে এ দেশে যখন কারিগরি শিক্ষা চালু হয়, তখন পলিটেকনিকের যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল, শিল্প-কারখানায় তা ছিল না। আর আজ তার উল্টো। শিল্প-কারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতি এসেছে, কিন্তু পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ল্যাবে বা ওয়ার্কশপে যন্ত্রপাতি, ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনার যোগ্য টেকনিশিয়ান এবং শিক্ষকসহ সবকিছুরই সঙ্কট আর সঙ্কট। কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং স্টাফ ডেভেলপমেন্টের কোনো ব্যবস্থা নেই। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক শিক্ষকদের জন্য একটি মাত্র টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে (টিটিটিসি) মৃতপ্রায় করে রাখা হয়েছে। আর ভোকেশনাল শিক্ষকদের জন্য বগুড়ায় একমাত্র ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউটেরও (ভিটিটিআই) কোনো প্রোগ্রাম বর্তমানে নেই। আবার এ দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষক পদের শূন্যতাও দীর্ঘদিন ধরে পূরণ করা হচ্ছে না।

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মূলত দরিদ্র পরিবারের সন্তানরাই লেখাপড়া করে থাকে। অথচ গত ৪ বছর ধরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কোর্স অ্যাফিলিয়েশন ফি, পরীক্ষা ফি এবং নম্বরপত্র ফিসহ সব ধরনের ফি বাড়িয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করেছে। এর চাপ পুরোপুরিই বহন করতে হয়েছে শিক্ষার্থীদের। পক্ষান্তরে কারিগরি শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে একই হারে বৃত্তি দেয়া হচ্ছে।

ষাটের দশকে ধার্যকৃত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি কোটা ৬৫ শতাংশ নির্ধারণ করে প্রতি সেমিস্টারে ১৩০ টাকা দেয়া হয়। ছাত্ররা ৫০ বছর আগের বাজার দরের নিরিখে বৃত্তির অর্থ পুনর্নির্ধারণ এবং বৃত্তির কোটা ১০০ ভাগে উন্নীত করার দাবি জানিয়ে এলেও কোনো কাজ হচ্ছে না। সার্বিক সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান, 'কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে- এ কথা সত্য। ৩৮টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মধ্যে ৩১টিতেই অধ্যক্ষের পদ শূন্য- এক দিক থেকে কথাটি সত্য। তবে এর মধ্যে ১৮টি প্রকল্পাধীন। আর অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। তিন বছর উপাধ্যক্ষ পদে থাকলে তবেই অধ্যক্ষ হওয়া যায়। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা কম।' ছাত্রবৃত্তি প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'এজন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। ১৩০ টাকার পরিবর্তে ৫০০ টাকা বৃত্তির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে তিন বছর আগেই পাঠানো হয়েছিল।' শিক্ষকদের পদোন্নতিতে জটের অভিযোগও রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে মহাপরিচালক বলেন, 'গত পাঁচ বছরে বহুবার শিক্ষকদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'টিটিটিসি এবং ভিটিটিআইতে পদ শূন্য হলে তাতে ডেপুটেশনে লোক পাঠানো হয়। কোনো পদ খালি রাখা হয় না। সবচেয়ে বড় কথা দেশে দক্ষ লোক সৃষ্টি করতে হলে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি যথাযথ নজর দিতে হবে। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

আমরা আশা করি সরকার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। তাহলে দেশের বৃহৎ বেকার যুবশক্তি কর্মের হাতিয়ারে পরিণত হবে।

অধ্যক্ষ ফোরকান আলী: গবেষক ও কলাম লেখক
fourkanali@yahoo.com